হরপার্ব্বতী টুসু সঙ্গীত

প্রকাশক—শ্রীরসরাজ মাহাত
গ্রাম—রাধাকৃষ্ণপুর
পোঃ—বামুনডিহা, জেলা—পুরুলিয়া

সুর-শিল্পী
শ্রীদাম সিং ও শ্রীকিরিটী ভূষণ মাহাত
বামুনডিহা

সহযোগিতা—ভক্তরঞ্জন মাহাত

লেখক—বিভীষন মাহাত

-ঃ ভূমিকা ঃ-

আমার লিখিত এই ক্ষুদ্র হরপার্বতী উপন্যাসটী টুসু সঙ্গীতের মাধ্যমে তুলে দিলাম বর্তমান যুগের যুবক যুবতীদের হাতে। জানিনা আমার এই গানের মাধ্যমে বর্তমান যুগের যুবক যুবতী তথা সমগ্র নরনারীর মনে কতখানি আনন্দ দান করতে পারবে। যদি আমার এই ক্ষুদ্র বইটীতে সকলের মনে যৎকিঞ্চিৎ ও আনন্দ দান করতে পারে তা হলে আমার এই পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

ইতি—
লেখক

মূল্য—'৫০ পয়সা

ছোট বেলা গিরি স্কুলে যেতো, ক্রমশঃ বয়স বেড়েই চলেছে, দেখিতে যদিও ছোট তবে সুন্দরী। স্কুল ফাইনাল পাস করার পর কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে, এদিকে পদ্মলোচন স্কুল ফাইনাল পাস করার পর কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে।

যে দিন পদ্মলোচন কলেজে প্রথম ক্লাসে যাই সেই সময় নজর পড়ে যাই গিরির রূপে, তাই শুধুই দিন দিন গিরি আর গিরি। আর গিরিও আকৃষ্ট হয় পদ্মের রূপে ও চাহনিতে তাই তার ও পদ্ম আর পদ্ম।

যখন গিরি ছোট বেলা স্কুলে পড়িত সেই সময় থেকে তারা এক সঙ্গে কিছু দিন পড়ে ছিল। পদ্মলোচনের মামা বাড়ী ছিল গিরিদের গ্রামে। মাঝে মাঝে কয়েক বৎসর তাহাদের দেখা হয় নাই। তবে পুরানো স্মৃতি কিছু কিছু মনে পড়ে উভয়েরই।

কলেজে পড়াশুনা করিতে করিতে তাহাদের দিন দিন পরস্পরের মধ্যে প্রেমে আকৃষ্ট হয়। কলেজে নসাধান না হতেই গিরির বিয়ে হয়ে যাই। তাই বাধ্য হয়ে তাকে শশুর বাড়ী যাইতে হয়। পদ্মলোচন কলেজে পড়াশুনা শেষ করে চাকুরিতে যোগদান করে। কিন্তু উভয়েই মনিছাড়া ফনি। পাড়া প্রতিবেশীর দুঃখ তাহাদের মধ্যে বিয়ে না হওয়াতে। তবে জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিনটাইতো বিধাতার লিখা।

হরপার্বতী টুসু সঙ্গীত

কিছু বৎসর পর পদ্মলোচনের ট্রান্সফার হয়ে যাই গিরির গ্রামে। কিন্তু অফিসার লোক নিজের মান অপমান বজায় রাখিতে গিয়া তাহাকে সেই রূপ ভাবেই থাকিতে হয়। আর গিরিও পরের ঘরের বউ তাই তাকেও বউ এর মত থাকিতে হয় কোন উপায় নাই যে পরস্পর এক যাইগায় বসে গল্প করে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যাই চলে আসে মকর সংক্রান্তি হাটে মাঠে বাঁধের ঘাটে টুসুর গান গাইবার বাধা কাহারও নাই। আনন্দে সকলে টুসু গান করে।

তাই সেদিন গিরি জল আনিতে বাঁধেরে ঘাটে গেছে, আর পদ্ম স্নান করিতে গেছে। এমন সময় পদ্ম গুন গুন করে গান ধরেছে ফাঁকা পুকুর ঘাটে।

রং— তোর যৌবন দেখে হয়েছি পাগল।
ও তুই হেঁসে কথা আমায় বল॥

(তোর) যৌবন দেখে ঘরে নাই মন, সদাই থাকি চঞ্চল।
সয়নে স্বপনে দেখি, তোর হাসি কল কল॥
কোন কাজে থাকে নাই মন, দেখি তোমায় অবিরল।
পলকে পলকে দেখি, তোমার ঐ মুখমণ্ডল॥
কতদিনে ধরা দিবি, আসবি ধনি কদমতল।
হেন বিভীষণে বলে, দেখিব তোর কুচযুগল

গিরি গান শুনে হরিনের ন্যায় পিছু দিকে তাকিয়ে মুচকি হেঁসে তার পুরানো কথা স্মরণ হয়ে গেল মনে তার ক্রোধ নাই, যাকে চেয়েছিল মনে মনে তাকেই সে আজ পরব দেখিতেছে দিনে দেখতে পাওয়া শুধু নয় কাছে পেয়েছে। মনের কথা খুলে বলিতে, তবে ভয় হয় আমি তো পরের ঘরের বৌ। আমি তো এখন পদ্মের নয়। নানা রূপ চিন্তা মনের থেকে দূরে দিয়া বাল্য কালের কথা স্মরণ হয়ে গেল। আর কলেজের কথা ও স্মৃতি। তাই গিরি চুপ করে থাকিতে পারল না।

সুং— শিশুকালে পিরিতি করা।
সে কি বিয়ে হলে যায় ছাড়া ॥
এক সঙ্গে স্কুলে যেতাম, পড়িতাম কত ছড়া।
ছুটীর সময় বাড়ী ফিরিতাম, ঘুরিয়া কত পাড়া ॥
খাওয়া দাওয়া খেলা ধুলা, শুয়া আর প্রাইভেট পড়া ॥
কত চিঠী আদান প্রদান করেছিলাম আমরা ॥
কত হাঁসি রাশি রাশি, করেছিলে ইসারা।
আজ পর্য্যন্ত ভুলতে নারি, বিভীষণের চোখ ঠারা ॥

কে বুঝে গিরির মর্ম্ম ব্যথা, এত দিন পরে সময় পেয়েছে, তার অন্তরের কথা প্রকাশ করিতে তার মনের মতো লোকের কাছে, আর পদ্মও সময় পেয়েছে, এতদিন পরে তার গুপ্ত প্রেমের অন্তরের ব্যথা গিরির কাছে প্রকাশ করতে। কত যে গিরিকে সে ভালবাসে কিন্তু কোন উপায় রইল না তার, গুড় চিড়া খাওয়া তাও মনে মনেই এতোদিনে হতেছিল। তাই পদ্ম গান ধরেছে—

সুং— বিয়ে করে পালিশ শশুর ঘর।
ও তোর মিললো মন মত বর ॥
আমি একা রইলাম বকা, প্রেম করাটি হইল পর।
বদনাম রটীল আমার, হইলাম গ্রামে নটোবর ॥
শেষে না পাইলাম তোমার, হইলে গো এমন পর।
তোমায় বিনা মন ফাঁকা, জল বিনা সরোবর ॥
তোমার চিন্তায় জর্জরিত, বিশীবণের প্রেম জ্বর।
নারীর প্রেমে কেউ পড় না, না হয় জীবন্তে পাবে কবর ॥

পদ্মের আর কোন উপায় নাই, এতদিনে ভালবেসে এসেছিল অন্তর হতে। ভবিষ্যৎ গিরিকে লইয়া সংসারী হইব কিন্তু কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেছে আর গিরিও তাকে স্বামী রূপে না পেয়ে মনের দুঃখে শশুর ঘরে আছে ক্রেতা ভেড়ার মতো। স্ত্রী রূপে শশুর বাড়ীতে তার স্বামীর কাছে নয়— তার স্বামী তাকে স্ত্রী রূপে পাই নাই কেননা তাকে বিয়ে করেছে বটে তবে তার ভেড়া কেনার মত হয়েছে তার মন পাই নাই।

তবে গিরি পদ্মকে পাবে বলে চিন্তাও করিতে পারে নাই, তাই গিরি গান ধরেছে—

বুঝ না শ্যাম নারী জাতির মন।
তবে করি কি আমি এখন ॥
যেদিন তোমায় দেখি আমি, মন করেছ তুমি হরণ।
সেদিন হতে পাগল আমি, জানে কি আর অন্য জন।
দিবানিশি দেখি আমি, তোমার ঐ বাঁকা নয়ন।
সয়নকালে স্বপ্ন দেখি, দুইজনে করি রমন ॥
অভাগা কপাল বলে, স্বামী পেলাম না মনের মতন।
তুমি না থাকিলে জন্ম বৃথা যৌবন যাবে অকারন ॥

ধৈর্য্য প্রাণ নাথ, প্রাণ নাথ, করহে গৃহে গমন।
ধৈর্য্য ধরিলে পাবে তারে, বলে করি বিভীষন॥

গান শুনে পদ্ম অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে। কখন কাছে বসিব, তাই পাগলের ন্যায় গিরির কাছে গিয়া পৌচেছে, আর বলে চলেছে—

প্রাণে আর নাহি ধৈর্য্য ধরে।
জলদী করে এসো গো ঘরে॥
কামে মদন জর্জরিত, বুঝবি রে তুই কি করে।
না কাছে পেলে প্রাণে মরি, শরির উঠে শিহরে॥
চোখ বুজে যাই কামের জ্বালাই, অন্ধ হয় তব তরে॥
কাছে পেলে হেলে দুলে, চুম দিব গো গাল ভরে।
অধরে অধর মিলাব, তোমার কমল শরিরে।
খাওয়া দাওয়া ঘুরা ফেরা; বেড়াবো গো বাহিরে॥
অনের দিনের আশা মিটাবো, সিনেমা যাব বাজারে।
বিভীষণ সময় গেলে নয়, যা ঘটে গো বতরে।

গিরি পদ্মের গান শুনে যদিও বুঝতে পারিয়াছে তার মনের কামনা, কিন্তু ভয় হয় আমি তো পরের ঘরের বউ আমাকে যদি না আপন বলে অন্তর হতে গ্রহণ করে তাহলে তো আমায় সবকুলেই হারাবে। কেননা আগে যত দিন ছিলাম কুমারী ততদিন না হয় পদ্মের প্রেমের সাগরে ডুবে ছিলাম আর এখনো তো আছি পরের ঘরের বৌ হয়ে তাই আগু পিছু চিন্তা করে—

রং— শেষ পর্য্যন্ত পুরাবি আমায়।
না হয় শেষে কি হবে উপায়॥

যৌবনেতে লুবুর চুবুর, শেষে ছেড়ে দিবি নাই।
যৌবনে উপভোগ করার আগে শক্ত করে লেরে ভাই॥
সুখে দুখে থাকবি যদি, বেইমানটিতো করবি নাই।
না হয় সুখের সময় তুমি আমার, দুঃখের সময় হাইরে হাই।
খাওয়া পরে এঁঠো বলে, ফেলে আমায় দিবি নাই।
বাসী ফুলে বসিবি যদি, তবে বন্ধু ছুটে আয়॥
দিব্বি করে বল বিভীষণ, হাত দিয়ে শিবের মাথাই।
আমি তোমার জীবনের জিবা, যা করিয়া যাবে বিধাতাই॥

পদ্ম আগু পিছু চিন্তা করিয়া আগের থেকেই এসেছে। কেননা আমি তো ছোটবেলা হতে গিরিকে স্ত্রী রূপে বরণ করিয়া এসেছি তবে যদিও গিরি পরের ঘরের বৌ বর্তমান তাতো আমার মনে স্থান পাইতেছে না। এটি হইতেছে ধরিয়া বাধিয়া বিহা ঠীক সীতা চুরির মত। মনে করিয়া পদ্ম —

রং— দিব্বি করে বলছি গো তোমায়।
আমি শেষে তোমায় ছাড়িব নাই।
দুঃখে সুখে থাকিব আমি. হাত দিয়া বলছি গো শিবের মাথায়
চির সাথী করিব তোমায়, রাখিব গো চোখের কানাই॥
পরনেতে সায়া শাড়ী, যা লাগে খাওয়া দাওয়াই।
স্নো পাউডার আলতা ফিতা, রাখিব না সখ বড়ি পরাই॥
কুড বালা গত মতি ইচ্ছা, মাথা ভরাব লো ফুল ফিতাই।
কানেতে কুণ্ডল পায়েতে মল, চলবি লো দুলাই দুলাই॥
মনের মতো রাখিব তোকে. বুঝবি শেষ জীবন ঠাই।
বিভীষণ বলে দুঃখ পাবি নাই, রাখিব লো হাঁসাই হাঁসাই॥

গিরি দেখিল, বাস্তব সত্য সত্যই পদ্ম আমাকে চাই। তার মনের মধ্যে প্রেমের মধ্যে কোন ফাঁকা ফাঁকা নাই তাই গিরি—

রং—শুন বন্ধু ওহে দয়াময়।
আমি তুমায় ছাড়া কভু নয়॥
যেখানে লয়ে যাবে, তাতে আমার কিসের ভয়।
যেখানে রাম সেখানে সীতা, এর চেয়ে আর কিসে হয়॥
কৃষ্ণরাধা কিসের বাধা. কি দিব আর পরিচয়।
তুমি কৃষ্ণ আমি রাধা আমার মানতে কয়॥
ফুলমনি আর বুলবুলিটি, তোমায় ডাকা মনে হয়।
তোমার মুখের হাঁসি, মনে হয় সর্ব সময়॥
গন্ধর্ব্য বিবাহ প্রথা, হিন্দু মতে যাহা হয়।
বিভীষনে বলে রে ভাই, মাথার সিঁন্দুর দিতে হয়॥

কয়েকটি গানের মাধ্যমেই পরব দিনে পদ্ম বিয়ের সময় ধার্য্য করে দিল গিরিকে। গিরিও সময় বুঝে সেই দিন গ্রামের শিব মেলাতে রাত্রি বার ঘটিকায় পৌচাল। এদিকে পদ্মও বর পোষাকে গিয়া তার কাছে দাঁড়াল পদ্ম গানের মাধ্যমে—

রং—রাত্রিকালে চাঁদকে সাক্ষী দিয়ে।
তোমায় করছি গো আমি বিয়ে॥
মাথায় সিঁন্দুর দিলাম তুমায়, শিবের দিব্বি দিয়ে।
তোমায় ছাড়া অন্যে গেলে, আমার হাত যাবেগো গলিয়ে॥
পিতামাতা দেয় গো বিহ', ছামড়া তলায় বসিয়ে।
বহু ভাগ্য ফলে আজি, আছিগো শিবালয়ে॥

ধরে বাঁধে দেয় গো বিয়ে, মেয়েকে না বুঝিয়ে।
বিভীষনে বলে রে ভাই, সান্তি নাই তাই উভয়ে॥

উভয়ের বিয়ে সমাপ্ত হওয়ার পর গিরি তার স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা গানের মাধ্যমে—

রং— স্বামী বলে নিলাম হে মেনে।
বন্ধু ভুলে যেওনা কোন দিনে॥
আজি হতে হর্ত্তা কর্ত্তা, সুদিনে আর দুর্দিনে।
সুখে দুঃখে অর্দ্ধাভাগি, আমি রহিলাম তোমার পিছনে॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ আমায়, করিলে এত দিনে।
শিশু কালে তপস্যাতে, যা চাহিয়া ছিলাম মনে মনে।
বিভীষনের এই বিনতী, শুনহে কানে কানে।
কোন অপরাধি করিলে, ক্ষমা করিবে নিজ গুণে॥

পদ্ম আগু পেছু চিন্তা করেই তো সপথ দিয়াছে তাই সে তার হাত ধরে—

স্ত্রী বলে করিলাম গ্রহণ।
এবার থাকিব মোরা দুইজন॥
সুখে দুখে থাকিব মোরা, যতদিন থাকে জীবন।
অসময়ে যদি আমার, না হয়ে থাকে মরণ॥
তোমার ভবিষ্যত দেখিয়া আমি, ভাবি আমি মনে মনে।
আমি ছাড়া তোর নাইরে গতি, নইতো যৌবুন অকারণ
যদিও তুমি হয়েছিলে বধু, এটী তুমার গরমিলন।
আগু পিছু চিন্তা করে, ধরেছে তাই বিভীষণ॥

গিরি শেষে একটু চমকে উঠীল, তার আগের স্বামীর কথা স্মরণ করে—

তুই নৌকাতে আছি পা দিয়া।
ও তাই থাকি বসে ভাবিয়া॥
কুল কিনারা পাইনা খুঁজে, ডুবছি মাঝ দরিয়াই॥
বিফল দেখ নারীর জীবন. বসি পথে কাঁদিয়া॥
আগের জন্ম জানিনা হে, ছিলি কি পাপ করিয়া।
উপযুক্ত স্বামী পেয়ে, কেমনে ছিলি ছাড়িয়া।
তাই বুক ফেটে যাই মুখ ফুটেনা, বসে থাকি গালে হাত দিয়া।
বিভীষণ বলে আর কেঁদনা, ধর তারে জড়াইয়া॥

পদ্ম তার মর্ম্ম বেদনা সব বুঝিতে পারিল। যে মেয়েদের কোন দোষ নাই দোষ বাবা ও মা. তারা নিজের স্বার্থে মেয়েকে যা তা ভাবে কাহারো হাতে তুলে দেয়। দেখে নাই তাদের ভবিষ্যৎ তাই গিরিকে পদ্ম প্রবোধ দিতে চলেছে—

রং— নইরে চিন্তা আমি থাকিতে।
ও তোর ভয় কিরে এই ভবেতে॥
ভাঙ্গা নৌকায় বসা দেখে, ছুটে এলাম কাছেতে।
কাছে এসে বসো পাসে, তরী চালাই ভব নদীতে॥
ভব নদীর তুফান বানে, পারিব আমি সামলেতে॥
ভেবোনা কেঁদনা গিরি; আমি বাঁচে থাকিতে।
যতই বন্যা বেড়ে চলুক রইবে নীচের দিকেতে॥
বিভীষণ পুরানো নোয়া; পারে রে পাল ঘাটীতে॥

গিরি দেখিল মেয়েদের মরদ স্বামী— আর ছেলেদের মরদ টাকা—

নিজ গুণে পার কর দয়াময়।
অবলা না জানে হে পাঁচ ছয়॥

যা করিয়া রাখে আমার সবি ভাল, যদি তুমার কাছে রয়।
তুমার কাছে না থাকিলে, আমি যে শ্যাম পাগল হয়॥
জানি স্বামী চিনি আমি, তুমি প্রভু দয়াময়।
দয়া কর সর্ব জীবে, তাই তো তুমি ধনঞ্জয়॥
কন্ত কির্ত্তি করেছি, শ্যামনা চিনিয়ে আমি কয়।
বিভীষনে বলে প্রভু তুমার সেবায় যেন রয়॥

পদ্ম দেখিল এই কৃষ্ণ রাধিকার মত হয়েছে তাই সে—
রং— সতী নারী পার হয়ে যাবে।
অসতী মাঝ দরিয়াই ডুবিবে॥
অহংকারে মত্ত হয়ে যদি তুমি থাকিবে।
পারের ঘাটে লাবরি যেতে, তখন মাঝ দরিয়াই ডুবিবে॥
জটিলা কুটিলার মত, গর্ব্ব যে চূর্ণ হবে।
তাই চড়ার আগে, দয়াময়কে ডাকিবে॥
বিভীষন কয় মনিবের কর্ম নয়. যা আছে তা ঘটিবে।
ডাকার মত ডাকিলে পরে, নিশ্চয় তুমি পাইবে॥

গিরি এত দিন পরে তার সমস্ত জীবন পদ্মর হাতে সমরপন করে সংসারে সাগরে হাবুডুবু খাতে চলেছে তাই—
রং— ডুবিল তরী পার কর হরি।
ভব মাঝে এসে কি করি॥
তুমি প্রভু হর্তা কর্তা. তুমিহে সৃষ্টিকারি।
তুমি গড়িতেও পার, তুমি ভাঙ্গিতেও পার, আমি অবলা নারী॥
আঁধার রাতে পথ দেখাও হে, তুমি হে গিরিধারী।
বিপদের বন্ধু তুমি, জানি হে শ্যাম মুরারী॥

হেন বিভীষনে বলে, প্রভু তুমার পায়ে ধরি।
বিপদ হতে রক্ষা কর তুমায় বিনতী করি॥

উভয়ের গুপ্ত বিয়ে তো হয়েই গেল—কেহ জানেনা, তবে যত দিন পদ্মার ট্রান্সফার না হয় ততদিন গিরিকে শশুর বাড়ীতেই থাকিতে অনুমতি দিল। কেন না বর্ত্তমান অবস্থায় তাকে তো পদ্মার আনা চলে না তাই তাদের যোগাযোগ এক-আধ ঘণ্টা পুকুর পাড়েই হইতে।

বাড়ীতে ননদী থাকে—গিরির তাদের উভয়ের যোগাযোগ হিংসায় জ্বলে মরে তাই সে তার দাদাকে বৌ-এর গুণ শুনাতে চলেছে—

রং—বৌটী গেল ঘর দুয়ার ছাড়ে।
দাদা কি আর বলিব তোরে॥
দিবানিশি দেখি আমি, ঐ ছোঁড়াটার খোঁজে ঘুরে।
বৌ মজেছে কালার সঙ্গে, মান নেই যে সংসারে॥
কুলে কালি দিবে বৌটি, বুঝিবে পরে পরে।
যৌবুনাকে চলে যাই বৌ, শুনিও বাঁশীর স্বরে॥
ধমক চমক দাওহে দাদা বলিহে বিনয় করে।
বিভীষনে বলি জানিবে শেষে দেখিবে যখন নজরে॥

ননীর কথা সত্য হয় না—আর পদ্মও চক্ষু লজ্জায় পড়াতে তার সঙ্গে (মানে গিরির সঙ্গে) তার কোন সম্পর্ক নাই এইরূপ ভান করে অন্য এক মেয়ের সঙ্গে প্রেমে আকৃষ্ট হয়। মেয়েটির নাম ফুলমনি। ফুলমনিও পদ্মাকে যে দিন প্রথম তাদের গ্রামে দেখে আর যখন শুনেছে যে তার বিয়ে হয় নাই তাই সে পদ্মার সঙ্গে মনস্থ করেছিল যে এইরূপ লোকের সঙ্গে সংসারী হতে পারিলে ভাল হয়। আর পদ্মের নজর তার পড়েই গেল তখন মেঘ করিতে জলেই এসে

পৌছায় তাই তখনও পর্যান্ত টুসু পরবের হাওয়া কিছুটা আছে—কেহ কেহ টুসুগান মাঝে মাঝে গায় তাই একদিন ফুলমনি পদ্মর সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব করিবার জন্য একটি ধরিয়াছে পদ্মকে রাস্তায় একলা পেয়ে—

দুইজনার মন এক মন না হলে।
ও প্রেম ঘটিবে না কোন কালে ॥
টাকা দিয়া পশু কিনা, কিনে দেখ সকলে।
ইচ্ছামত যাই পশু কিনা, টাকা কড়ি থাকিলে ॥
প্রেম করা ধন সমস্ত উলটা ঘটেনা কারো কপালে।
তাই অনেক লোকের পস্তাই মরা, পয়সা খরচা বিফলে ॥
চুম্বক দেখ খাঁটি জিনিষ, চুষে লয় আসল হলে।
সেইরূপ, নরনারীর প্রেম করা ধন ঘটে কারো কপালে ॥
ইসারাতে পণ্ডিত বুঝে, বকা বুঝে ঠকিলে।
(নারী) বিভীষনের ইসারা বুঝে, আজ নয়নে হাঁসিলে ॥

ফুলমনির গান শুনে, পদ্ম গিন্নিকে ভূলে গেল—ঠিক কৃষ্ণের মত কুব্জার সঙ্গে যে ইতিহাস পাওয়া যায় সেইরূপ তাহাদের উভয়ের মধ্যে কিছু দিন সিনেমা দেখিয়া দিন যাপন করে। হঠাৎ একদিন পদ্মর মনে পড়ে যাই গিন্নিরে— কিং কর্ত্তব্য বিমুঢ় হয়ে ফুলমনির সঙ্গে বাক্যা লাপ পদ্ম বন্ধ করে দেয়। পদ্মের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া ফুলমনি গান ধরিয়াছে।

আজ কেন ধন বাসিলি আমায় পর।
কেন দিছ নাই আমায় নজর ॥
যুবতী যত দিন ছিলাম, ততদিন রেখেছ আমার খবর।
কত আসা যাওয়া, লেনাদেনা, করেছে বছর বছর ॥
না জেনে প্রেম করিয়া ছিলাম, এত তুমি স্বার্থপর।
এখনও না দেখা দিয়ে, কাঁদাও হে আমার অন্তর ॥
কি অপরাধে অপরাধি, জানাও হে শ্যাম নটোবর।
বিভীষন তুই কেন এমন, শেষে হলি ভীষন ছেছড় ॥

পদ্ম বিরক্ত হইয়া ফুলমনিকে বলিতেছে—

কই তুমাকে তো ভাল বাসিনা।
তোকে তো আপন বলে ভাবিনা॥
চির সাথী করিব বলে, তুমাকে তো বলি না।
তুঁই আপন করে নিবি বলে; মনে আমি জানি না॥
বেশ্যার মত ব্যবহার করিয়াছ, তা কি তুমি জাননা।
টাকা দিয়া প্রেম করেছি, প্রেম দিয়ে প্রেম করি না॥
কেন আমার আশা কর, লজ্জা কি তোর লাগে না।
বিভীষণ কয় চিন্তা করিলে নয়, আগে কেন ভাব না॥

দুঃখের সহিত ফুলমনি—

এমন করে কত দিন চলে।
তুঁই বুঝবি রে শেষের কালে॥
আমার নিন্দা করিছ তুমি, বুঝিবে হে শেষের কালে।
রক্ত গরমে না চিনিলে; কাঁদিতে হয় কাঁদালে॥
ধন যৌবনে মত্ত হয়ে আমায় না গো চিনিলে।
টাকা দিয়ে নিত্য নতুন নারীর মজা লুঠিলে॥
অবলারে ফাঁকি দিয়া মিষ্টি কথায় ভূলালি।
পুরুষ জাতির ধর্ম্ম বঠে; অধম বিভীষন বলে॥

পদ্ম রাগ না করে ফুলমনিকে রাগনির করাইতেছে—

মন মজেছে নতুন পিরিতে।
তুঁই লারবি আমার ফিরাতে॥
কুড়ি পেরাই হলিস বুড়ি, চাহেনা আর চুম দিতে।
উপযুক্ত মেয়ে পেলে, পারিকি তারে ভূলিতে॥
নব যৌবন মনের মতন, কি সুন্দর তার চাহিনিতে।
তার সঙ্গে মিসলে পরে, ভুলে যাইগো থাইতে॥

কোমল তার অঙ্গখানি, কি সুন্দর তার কিসলিতে।
বিভীষণ কয় বলিবার নয়; মন চাহে না অন্তেতে॥
হতাশ হইয়া ফুলমনি পদ্মকে পুনঃ নয় পায়ে—
রং—এই কি ছিল আমার কপালে।
ও দুঃখ দিলে বন্ধু শেষ কালে॥
নতুন নতুন করিলে আদর; শেষে দিলে ফেলে।
অবলারে রাস্তাই বসাই মাঝ দরিয়াই ডুবালে॥
কপালে কি মোর এই কি ছিল; অবশেষে ঘটালে।
শেষে কি পাবনা তুমায় দাও প্রভু আমায় বলে॥
কত আশা ভরসা লয়ে; ছিলাম তুমার পদতলে।
আশায় আশা হইল নিরাশা অধম বিভীষন বলে॥

পদ্ম এদিকে তাঁতি কুল হারাইল আর বৈষ্ণব কুল হারাইল। তাই আক্ষেপ—

১। কাজ কি ছিল কুজার সঙ্গে; গিয়াছিলাম কেন তার সদনে
ওগো কেন রাধানাম গিয়াছিলাম ভুলে।
হরি আমায় কি করিলে; রাধা নামে কেন বাধা দিলে
কেন বাঁশী আমার গান বলে না।
রং—তাই রাধা নামের বাঁশী; কেন হয় উদাসী
রা—রা, বুলি কেন বলে না।
২। বিধাতার লেখা; তাই হয় হায় রাধা
তাই কুচক্রান্তে পড়েছিলাম গো।
তাই বৃন্দাবন ছেড়ে; থাকি বহু দূরে
শ্রীদাম সুদামকে মনে পড়ে না।

৩। পড়েনা গত জন্মের কথা; তাই এখন ধরে মাথা
কি করিতে কি যে মোর হইল।
কোথাই বৃন্দাদূতি; কোথাই রাধা সতী
চোখ থাকিতে কেন হইলাম কানা।

৪। হেন বিভীষন বলে, প্রভু চাও জ্ঞান চক্ষু মেলে
তবে দেখিবে শ্রীরাধারে গো
তোমার যুগল মিলনে; সকলের জুড়াবে নয়নে
তাতে চরণ ছাড়া মোরা হব না।

এদিকে গিরিও পদ্মাকে না পেয়ে—

১। বন্ধু আসিব বলিয়া; গেলে যে চলিয়া
আর জীবনে না দেখা লইল।
তারি চিন্তায় চিত্ত জ্বলে; গাল ভিজে চোখের জলে
মন বুঝে না কতও বুঝাইলে।
রং— প্রেমে মজাইয়া গেল কাঁদাইয়া
গরল দিল অন্তরে ঢেলে।
ওগো প্রেমের বিষে মরিব গো শেষে
তারে নাহি দেখা পেলে।

২। শিশু কাল হতে, তাহারি সাথে
আর খেলে ছিলাম কত খেলা গো
ওগো যৌবনে মোরা, ছিলাম না গো ছাড়া
কেন এখন আমায় দিল ফেলে।

৩। বিশাখা, ললিতা, শুন গো কথা
শ্যামের খোঁজ একবার কর সবাই
আজ কয়দিন ধরে, নাহি মোর গোচরে
তাই বৃন্দাবনে নাই বাতি জ্বলে।

৪। শুন বৃন্দাদূতি, কৃষ্ণের পদে থাকে মতি
তারি সন্ধানে যাও একবার
বিভীষন বলে, তারি পদতলে।